মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা। স্বামী স্ত্রী বাঁচলেও মারা গেলো কুকুরটি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের মদনাডাঙ্গা গ্রামে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কায় কুকুরের সংঘর্ষে রনি হোসেন ও মূর্শেদা খাতুন নামের স্বামী স্ত্রী মারাত্বক আহত হয়েছেন। রনি হোসেনের বাড়ি গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া এলাকায়।

বুধবার (৩ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে সড়ক দূর্ঘটনার এ ঘটনাটি ঘটে।

আহত রনি ও তার স্ত্রী মূর্শেদা খাতুনকে আহতাবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর জীবন বাঁচলেও ঘটনাস্থলেই মারা যায় কুকুরটি।

আহত রনি জানান, মেহেরপুর থেকে গাংনীর দিকে যাওয়ার সময় মদনাডাঙ্গা নামক স্থানে একটি কুকুর দৌড়ে এসে মোটরসাইকেলের চাকার নিচে পড়ে। এতে আমরা দুজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হই।

গাংনীর কাথুলী-খাসমহল সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী-খাসমহল বিওপি সড়ক নির্মাণের কাজে নিম্মমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন ইটভাটা থেকে অযোগ্য আমা আদলা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তা নির্মাণের উন্নয়ন কাজ।

সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের যোগ সাজসে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জনি এন্টার প্রাইজের স্বতাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন এই নিম্নমানের

কাজ করছেন। তবে, জনি এন্টার প্রাইজের সত্বাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন বলেন, রাস্তা নির্মাণে কোনো অনিয়ম করা হয়নি, ভাল ইট দিয়েই কাজ করছি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল (এলজিইডি) অধিদপ্তরের তত্বাবধানে গাংনী উপজেলার কাথুলি থেকে খাসমহল পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে। এই প্রকল্পে বরাদ্দ ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা প্রায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন ইটভাটা থেকে কুড়ানো ভাঙড়ি আমা ইট এনে একটি পাটের জমির পাশে জড়ো করেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি। রাস্তাটিতে সিডিউল অনুযায়ী গভীর করা হয়নি। এছাড়া নিম্নমানের বালির সাথে মেশানো হয়েছে মাটি। কাজের মান বুঝে নেওয়ার জন্য একজন উপসহকারী প্রকৌশলী ও ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট বা এলজিইডি অফিসের লোকজন সার্বক্ষনিক থাকার কথা সরেজমিনে এলজিইডির কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রকল্পের কাছে দেখা যায়নি। সেখানে শুধু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাইড দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত আলম হোসেন নামের একজনকে পাওয়া গেছে।

আলম হোসেন বলেন, লেবারদের দেখা শোনা ও মালামাল ঠিকঠাক করে রাখা আমার দায়িত্ব। আমি কাজের ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে পারবোনা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুরু থেকেই ফাঁকি দিয়ে করেছে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ। প্রথম দিকে ঠিকাদার ও এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বলার পরেও তারা কোনো কর্ণপাত করেননি।

রাস্তার বিএমডাব্লিউ করার সময় মানহীন ইট ও গুড়ো ইটের রাবিশ দিয়ে করার কারনে গ্রামবাসি কাজে বাধা দেন। ফলে কিছুদিন কাজটি বন্ধ হয়েছিল। ঠিকাদার, গ্রামের মানুষের তোপের মুখে পড়েন। ওই সময় সামান্য কিছু ইট সরিয়ে নেন ঠিকাদার। পরে আবারো সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর যোগসাজসে নিম্নমানের ইট দিয়েই কাজ শুরু করে পূণরায়। কাজটিতে রুলার দিয়ে কমপেকশন করাও হয়নি ঠিকমত।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, মানুষের চোখ ফাঁকি দিতে রাতের আধারে বিভিন্ন ইটভাটা থেকে তারা আদলা ইট নিয়ে এসে তড়ি ঘড়ি করে কাজটি শেষ করার পায়তারা করছে।

কাথুলীর যুবক পলাশ ও হাসান আলী বলেন, কমা ও গুইড়ু ইট দিয়ে এই

রাস্তার নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। এখানে কাজের সাইনবোর্ড দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়নি। ঠিকাদারের লোকজনের মধ্যে একটা মাস্তানি ভাব পরিলক্ষিত হয়। কেউ এ কাজের প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। কাজের মান যাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কাছে দাবীও জানান তারা।

ধলা গ্রামের রফিকুল ইসলাম নামের এক কৃষক বলেন, বাজে ইট দিয়ে রাস্তাটি তৈরী হচ্ছে। এর আগে খুড়াখুড়ি করে দীর্ঘদিন ফেলে রেখেছিল ঠিকাদার। ভোগান্তিতে এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। মানুষের ভোগান্তি থেকে বাঁচতে এখন বলছে খারাপ করে হলেও রাস্তাটি হোক এটা চাই।

জনি এন্টারপ্রাইজের স্বতাধীকারী ঠিকাদার সাহাবাজ উদ্দীনের কাছে কাজের বরাদ্দের পরিমাণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যায়ে ওই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ চলছে। নিম্নমানের ইট, বালির সাথে মাটি মেশানো ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা সত্য নয়। প্রতিবেদকের সাথে তিনি দেখা করারও প্রস্তাব দেন।

কার্য্য সহকারী (ওয়ার্কি এসিসটেন্ট)মহিদুল ইসলামকে কাজের সাইটে পাওয়া যায়না কেনো জানতে চাইলে তিনি কোনো জবাব দেননি। তবে কত টাকার কাজ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কাজটি সোয়া তিন কিলোমিটার। এই কাজের জন্য বরাদ্দ ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

উপসহকারী প্রকৌশলী আলাউদ্দীনের কাছে কাজ সমন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ওই প্রকল্পের দায়িত্ব আমার থাকলেও আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। সব কিছুই আছে উপজেলা প্রকৌশলী স্যারের কাছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদ বলেন, আমি ঢাকাতে আছি। গাংনীতে ফিরেই বিষয়টি দেখবো। কোজের মান নিয়ে গ্রামবাসির ক্ষোভ ও সাংবাদিকদের সরেজমিনে গিয়ে কাজের মান ও ইটের বিষয়ে তাকে বললে আমি এখনি কাজ বন্ধ করে দিচ্ছি। তবে প্রকল্পটি দেড় কোটি টাকার বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ ব্যাপারে মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

জেলা ও উপজেলা এলজিইডি অফিস রাস্তাটি নির্মাণের কোনো কাগজপত্র দেননি। এছাড়া রাস্তাটি নির্মাণের বরাদ্দের ব্যাপারে তিনজন তিন ধরণের তথ্য দিয়েছেন প্রতিবেদককে।

স্থানীয়দের ধারণা, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের যোগসাজসে রাস্তাটিতে নিম্নমানের এসব উপকরণ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঠিকাদার কাজ না করেও বিল প্রদানের অভিযোগ রয়েছে নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে।

অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী দিয়ে চলছে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ

মেহেরপুর সড়ক বিভাগে বছরের পর বছর স্থায়ী কোন নির্বাহী প্রকৌশলী নেই। অন্য জেলার প্রকৌশলী কে দেওয়া হয়েছে মেহেরপুরের অতিরিক্ত দায়িত্ব। বর্তমানে মাগুরা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম মেহেরপুর সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন। এ ছাড়াও নজরুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপদ বিভাগেও প্রকৌশলী হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১১ সালে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ জেলা অফিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। গত ৯ বছরে মাত্র দুই জন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন। তারা হলেন শেখ আব্দুল আলী ও আনিসুজ্জামান মাসুদ। এঁদের কর্ম পরিধি ছিল বছর খানেক মত। পরবর্তিতে বা এর আগে কোন স্থায়ী প্রকৌশলী হিসেবে মেহেরপুরে নিয়োগ পাননি।

যেসব কর্মকর্তারা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন, শাহ নেওয়াজ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আব্দুল ওয়াদু, শেখ মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান, আহসান উদ্দিন আহমেদ, তুষার ক্রান্তি সাহা, রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার, শওকত আহমেদ মজুমদার।

সড়ক বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। রাস্তা, ব্রিজ,কালভাট নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিভাগটি কাজ করে। কাজের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে একজন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী

প্রয়োজন বলে মনে করছেন মেহেরপুর সড়ক বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা। কয়েকজন কর্মকর্তা আরও জানান, মেহেরপুর একটি ঐতিহাসিক জেলা। স্বাধীনতার সূতিকাগার বলা হয় মুজিবনগর তথা মেহেরপুরকে।

এছাড়াও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রির নির্বাচনী এলাকা হলো এই মেহেরপুর। সেক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রী সাহেবের সুদৃষ্টি পড়লে আমরা একজন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী পাবো। তাহলে মেহেরপুর জেলায় সড়ক বিভাগের কর্মকাণ্ডে গতি বৃদ্ধি পাবে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সজীব বিশ্বাস (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের তাঁতীবন্দ নামক স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সজীব বিশ্বাস মিরপুর উপজেলার নয়নপুর এলাকার আব্দুল আজিজের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম জানান, বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে কুষ্টিয়া শহর থেকে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁতীবন্দ নামক স্থানে একটি ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মুজিবনগরে সড়কের কাজ জোরদার করণে রাস্তা অবরোধ

মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রাম থেকে আনন্দবাসের রাস্তার কাজ জোরদার করণ করতে অবরোধ করেছে আনন্দবাস গ্রামবাসী।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার দিকে আনন্দবাস কবরস্থানের কাছে রাস্তার দুই পাশে বাশ ফেলে রেখে অবরোধ করেন।

এ সময় দু পাশ দিয়ে যাতায়াত করা সকল প্রকার যানবাহন আধা ঘন্টা ধরে আটকিয়ে রাখে।

এ সময় শামিম আহম্মেদ, আকাশ খান, আকাশ রহমান, আরিফ, সাদিক সহ প্রায় ১০০ জন গ্রামবাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তারা বলেন, আনন্দবাস গ্রামের সংযোগ সড়ক সংস্কার কাজে ধীর গতির (৮-৯মাস চলছে) কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা খুব কষ্ট হয়, বৃষ্টির দিনে সড়ক দূর্ঘটনার মাধ্যমে অনেকেই ইতিমধ্যে আহত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের আমরা রাস্তা অবরোধ করে রাস্তা দ্রুত ঠিক করার দাবি জানাচ্ছি।

রাস্তার কাজ জোরদার করণের বিষয়ে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার শাহীন আক্তার বলেন, একসাথে দুইটা রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তাই দুইদিকে কাজ করতে একটু লেট হচ্ছে। তাছাড়া কাজের সময়কাল অনুযায়ী এখনো অনেক সময় আছে। তবে যত দ্রুত সম্ভব রাস্তার কার্পেটিং এর কাজ শুরু করা হবে।

উল্যেখ্য, বল্লভপুর মোড় থেকে আনন্দবাস বাজার পর্যন্ত ৩৭৩০ মিটার রাস্তার কাজের মেয়াদকাল আছে ৬/১১/২০২০ পর্যন্ত। কাজ শুরু হয়েছিলো ২০১৯ সালের ১৪ই মে।